হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

নং: ০২/০৬০২১০

২০ সফর **১৪৩১ হিজরী**

০৬ ফেব্রুয়ারী, **২০১০** ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

উম্মাহ'র কণ্ঠ রোধ করতে সরকার তার দলীয় গুন্ডাবাহিনী ব্যবহার করছে

গতকাল আওয়ামী লীগ নেতা এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য ডা. ইকবাল তার দলীয় পান্ডাদের সহায়তায় মুহাম্মদ নেওয়াজ আশেকিন নামে ***হিযবুত তাহ্রীর*** **-** এর একজন কর্মীকে বনানী মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে জোরপূর্বক তার গাড়ীতে উঠিয়ে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেছে। সে সময় আশেকিন বনানী মসজিদ প্রাঙ্গনে শেখ হাসিনা ও তার সরকারের অপসারণ এবং খিলাফত রাষ্ট্র পূণঃপ্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে ***হিযবুত তাহ্রীর*** **-** এর সম্প্রতি ইস্যুকৃত লিফলেট বিতরণ করছিল। উক্ত লিফলেটের শিরোনাম ছিলঃ **" ভারত-মার্কিনের দালাল, পিলখানা হত্যাকান্ডের সহযোগী শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন"**। দলের পক্ষ থেকে উক্ত লিফলেটে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বিডিআর ও সেনাবাহিনীকে দূর্বল করার লক্ষ্যে, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত সেনা অফিসারদের নৃশংস হত্যাকান্ডে মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাথে শেখ হাসিনার সরকার হাত মিলিয়েছিল।

এছাড়া, গতকাল মোহাম্মদপুরের এক মসজিদে লিফলেট বিতরণ কালে, ***হিযবুত তাহ্রীর*** **-** এর আরেক কর্মীকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা ঘিরে ফেলে। এ সময় মসজিদে উপস্থিত অনেক মুসল্লী চারপাশে জড়ো হয়ে যায় এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু, উম্মাহ'র পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিবাদ সত্ত্বেও, তারা উক্ত কর্মীকে জোরপূর্বক পুলিশের কাছে নিয়ে যায়। আবার, মিরপুরে মসজিদের বাইরে দলীয় লিফলেট বিতরণ করার সময়ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা ***হিযবুত তাহ্রীর*** **-** এর অপর এক কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে। এছাড়া, জনগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশ ও র‍্যাবের সদস্যরা বিভিন্ন মসজিদে লিফলেট বিতরণ করার সময় ***হিযবুত তাহ্রীর*** **-** এর ৭ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে। সিলেটের শাহজালাল মসজিদে লিফলেট বিতরণ করার সময় র‍্যাবের অফিসাররা ***হিযবুত তাহ্রীর*** **-** এর দু'জন কর্মীকে গ্রেফতার করতে আসলে সেখানকার উপস্থিত জনগণ এর প্রতিবাদ জানায়। উম্মাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, *হিযবুত তাহ্রীর* যেখানে সঠিক ও সত্য কথা বলছে, সেখানে তাদেরকে কেন হয়রানি করা হচ্ছে।

হিযবুত তাহ্রীর **-** এর কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা, তাদের বিরুদ্ধে সরকারের এই গ্রেফতার অভিযান, এবং সর্বোপরি, তাদের কর্মীদের উপর সরকারের গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়ার ঘটনাবলী সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে, উম্মাহ'র কণ্ঠ রোধ করতে সরকার যা যা করা দরকার তাই করবে। বস্তুতঃ যখনই কেউ জনগণের সাথে সরকারের বিশ্বাসঘাতকতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তাদের নির্লজ্জ তাঁবেদারী ও ভৃত্যসুলভ আচরণের মুখোশ জনগণের কাছে উন্মোচন করেছে, তখনই শেখ হাসিনার ও তার সরকার তাদের কণ্ঠরোধ করতে দ্রুততগতিতে পদক্ষেপ নিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পিলখানা হত্যাকান্ডে সরকারের ঘৃণ্য ভূমিকা জনগণের কাছে উন্মোচিত করায়, গত বছর এই সরকার ***হিযবুত তাহ্রীর*** **-** এর ৩০ জনেরও বেশী কর্মীকে গ্রেফতার করে। এছাড়া, সেনাবাহিনীর যে সব অফিসার এই নৃশংস হত্যাকান্ডে সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে, সরকার পরবর্তীতে তাদেরও বরখাস্ত করে। অন্যদিকে, দালাল এ সরকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের জঘন্য আগ্রাসীমূলক কর্মকান্ডের কোনরকম প্রতিবাদ জানানোরও প্রয়োজন মনে করছে না। মাত্র দু'দিন আগে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ বিডিআরের দিকে গুলিবর্ষণ করে একজনকে আহত করে এবং তারপর আহত সেই অফিসারকে টেনেহিঁচড়ে ভারতীয় সীমান্তে নিয়ে যায়। কিন্তু, নব্যসাম্রাজ্যবাদী ভারতের একান্ত অনুগত শেখ হাসিনা ও তার সরকার আগ্রাসী এ ঘটনার প্রতিবাদে ভারত সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে একটি মাত্র শব্দও উচ্চারণ করার প্রয়োজন মনে করেনি।

হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়

উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ